২০১০ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের উল্লেখযোগ্য অর্জন

১। বৈদেশিক সহায়তা সংগ্রহঃ

বৈদেশিক সহায়তা সংগ্রহ কার্যক্রমের আওতায় ২০১০ -১১ হতে ২০১৯-২০ অর্থ -বছর পর্যন্ত সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী মোট কমিটমেন্ট এর পরিমাণ ৮৭.২৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এর মধ্যে অনুদান ও ঋণ এর পরিমান যথাক্রমে ৭.৫ ৪ ও ৭৯.৬৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। একই সময়ে অর্থাৎ ২০ ১০-১১ হতে ২০১৯-২০ অর্থ-বছর পর্যন্ত মোট ডিসবার্সমেন্ট এর পরিমান ৪০.০৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এর মধ্যে অনুদান ও ঋণের পরিমান যথাক্রমে ৫.১৯ ও ৩৪.৮৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। নিম্নের সারণিতে ২০১০-১১ হতে ২০১৯-২০ অর্থ-বছর পর্যন্ত বৈদেশিক সহায়তার কমিটমেন্ট ও ডিসবার্সমেন্ট-এর তথ্য উপস্থাপন করা হলোঃ

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

অর্থ-বছর	অর্জিত কমিটমেন্ট			ডিসবার্সমেন্ট		
	অনুদান	ঋণ	মোট	অনুদান	ঋণ	মোট
২০১০-১১	৮৩০.৪৬	৫১৩৮.১৭	৫৯৬৮.৬২	৭৪৫.১০	১০৩১.৬৪	১৭৭৬.৭৪
২০১১-১২	১৪৪১.৩৭	৩৩২৩.১৫	৪৭৬৪.৫২	৫৮৭.৯৯	১৫৩৮.৪৮	২১২৬.৪৭
২০১২-১৩	৫৫৪.৫৩	৫৩০০.০৮	৫৮৫৪.৬১	৭২৬.২৭	২০৮৪.৭৩	২৮১১.০০
২০১৩-১৪	৪৯৭.৮২	৫৩৪৬.৪০	৫৮৪৪.২২	৬৮০.৭৩	২৪০৩.৬৬	৩০৮৪.৩৯
২০১৪-১৫	৪৯৩.৬৬	৪৭৬৪.৮১	৫২৫৮.৪৭	৫৭০.৮৩	২৪৭২.২৫	৩০৪৩.০৭
২০১৫-১৬	৫৪৪.৯২	৬৫০৩.১৬	৭০৪৮.০৮	৫৩০.৫৬	৩০৩৩.০৩	৩৫৬৩.৫৯
২০১৬-১৭	৪০৪.৫৩	১৭৫৫৭.৩২	১৭৯৬১.৮৫	৪১২.০৩	৩২১৫.০৭	৩৬২৭.০৯
২০১৭-১৮	৭০৫.১০	১৪১৯৩.৭৯	১৪৮৯৮.৯০	৩৮২.৪২	৫৯৮৬.৯৫	৬৩৬৯.৩৭
২০১৮-১৯	১৫৭১.৮৯	৮৩৩৪.৯৬	৯,৯০৬.৮৬	২৭৯.৭০	৬২৬২.৮৭	৬৫৪২.৫৭
২০১৯-২০	৫০২.২৮	৯২২২.১৪	৯,৭২৪.৪২	২৭৫.৭৩	৬৮৪৫.৬১	৭১২১.৩৪

বিশ্বের বিভিন্ন দ্বি-পাক্ষিক (Bilateral) এবং বহু-পাক্ষিক (Multilateral) উন্নয়ন সহযোগীদের নিক ট হতে বাংলাদেশ বৈদেশিক সহায়তা সংগ্রহ করে থাকে। এর মধ্যে বিশ্বব্যাংক, এডিবি, আইডিবি, ইউএন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন প্রভৃতি বহু-পাক্ষিক এবং রাশিয়া, জাপান, চীন, সৌদি আরব, ইউকে, নরডিক দেশসমূহ প্রভৃতি দ্বি-পাক্ষিক উন্নয়ন সহযোগী দের মধ্যে অন্যতম। উন্নয়ন সহযোগীদের নিকট হতে প্রাপ্ত এসব বৈদেশিক সহায়তা বাংলাদেশের অবকাঠামো ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং উচ্চ প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখতে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। ২০১৯-২০ অর্থ-বছরে বহু-পাক্ষিক উন্নয়ন সহযোগীদের মধ্যে এডিবি হতে সর্বোচ্চ বৈদেশিক সহায়তা (কমিটমেন্ট) পাওয়া গেছে যার পরিমাণ ৩৬৪৭.৮৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। দ্বি -পাক্ষিক উন্নয়ন সহযোগীদের মধ্যে জাপান হতে সর্বোচ্চ কমিটমেন্ট পাওয়া গেছে যার পরিমাণ ৩১১৭.৭৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। অন্যদিকে , এ অর্থ-বছরে বহুপাক্ষিক উৎসের মধ্যে এডিবি সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক সহায়তা ছাড় করেছে যার পরিমাণ ১৬৫৬.৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। দ্বিপাক্ষিক উৎসের মধ্য হতে জাপান সর্বোচ্চ ১৬৮৫.৭৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বৈদেশিক সহায়তা ছাড় করেছে।

২। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিঃ

(ক) প্রকল্প সাহায্যের বরাদ্দঃ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি-তে বৈদেশিক সহায়তা হতে বরাদ্দের পরিমাণ ২০১০ -১১ তুলনায় ২০১৯-২০ অর্থ-বছরে প্রায় পাঁচ গুন বেড়েছে। নিম্নের সারণিতে ২০১০-১১ হতে ২০১৯-২০ অর্থ-বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে প্রকল্প সাহায্য বরাদ্দের তথ্য উপস্থাপন করা হলোঃ

(কোটি টাকা)

অর্থ-বছর	মোট বরাদ্দ	প্রকল্প সাহায্য বারাদ্দ
২০১০-১১	৩৫,৮০০	১১,৯৩০
২০১১-১২	৪১,০০০	১৫,০০০
২০১২-১৩	৫০,০২৬	১৮,৫০০
২০১৩-১৪	৬০,০০০	২১,২০০
২০১৪-১৫	৭৭,৮৩৬	২৪,৯০০
২০১৫-১৬	৯১,০০০	২৯,১৬০
২০১৬-১৭	১,১০,৭০০	৩৩,০০০
২০১৭-১৮	১,৪৮,৩৮১	৫২,০৫০
২০১৮-১৯	১,৬৭,০০০	৫১,০০০
২০১৯-২০	১.৩০.৯২১	৬২,০০০

(খ) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে সর্বাধিক বরাদ্দপ্রাপ্ত পাঁচটি সেক্টরের বছর ভিত্তিক তথ্যঃ ২০১০-১১ হতে ২০১৯-২০ অর্থ-বছর পর্যন্ত সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বিদ্যুৎ খাত সবচেয়ে বেশী প্রকল্প সাহায্য বরাদ্দ পেয়েছে। নিম্নের সারণিতে ২০১০-১১ হতে ২০১৯-২০ অর্থ -বছর পর্যন্ত সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বৈদেশিক সহায়তার সর্বাধিক বরাদ্দপ্রাপ্ত কয়েকটি সেক্টরের বছরভিত্তিক তথ্য উপস্থাপন করা হলোঃ

(কোটি টাকা)

অর্থ-বছর	বিদ্যুৎ	পরিবহণ	ভৌত পরিকল্পনা পানি সরবরাহ	স্বাস্থ্য,পুষ্টি জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ	পল্লী উন্নয়ন ও পল্লী প্রতিষ্ঠান	শিক্ষা ও ধর্ম	বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি
২০১০-১১	১,৬৬৩.৯৮	২,০৯২.৫০	১,১৪৬.৩৪	১,৪০৪.১৮	১,৬৫৭.০৪	১,৮৮৩.৯০	২৩.৫৩
২০১১-১২	২৪৬১.১৩	২১৩৬.২১	১৫৭৫.০৭	১৬৫৯.৩৯	১৫৫১.৪৩	১০৬৮.৭৮	৩.০৪
২০১২-১৩	৩৪০৩.০৪	২১১৬.৯৯	১৮৪৭.৫৪	২১৬৩.৭৯	২০৭৬.	১৩৫৪.৮৬	১০৭.০৪
২০১৩-১৪	৩২০৯.১১	২৬৩১.২৬	১৬৯৩.৫১	২৫০১.৯৮	২১২৬.০৮	১৬১৪.৩৭	১০২৮.৭৮
২০১৪-১৫	৩৫৯৩.০১	২৮০২.৬৬	২৮২৯.৬০	২৬৪২.৭৫	২২৮৯.৭	১৪২১.২৪	৪১৭৭.১৮
২০১৫-১৬	৮৩০৮.৯২	৪৫৯৭.১৭	৩২৯৫.০০	২৭১২.৪১	২৭০৫.৯২	১৫০৪.৫৭	৮১৭.৭৩
২০১৬-১৭	৭৩৭৩.৭৪	৯০৯৫.৪২	৪৮০২.১৭	১৭৫৩.৯২	২৯৬৭.২৯	১৪৫৭.৯০	৩০২২.৭৯
২০১৭-১৮	১৩১৬১.৫১	১৫২২৯.৫৩	৪৩১৮.২৬	৩৩৬৮.৬১	৩২৫৩.৪২	১৩৭৯.৫২	৮৯৯৪.১৮
২০১৮-১৯	৯৩৫৪.১৫	১২৯৬৫.২১	৫৭৬০.৮৪	৩৬২৮.৬৮	২৫০৭.৫৩	১২৩৫.১৯	৯২০৫.৮৯
২০১৯-২০	১০৩০৩.০৭	১৭২৫৮.৫৬	৬০৭০.৮৮	৩৭৫১.১০	২৮৭৯.১২	২৩১৭.০৯	১২১৯০.৯৬
মোট	৬২,৮৩১.৬৬	৭০,৯২৫.৫১	৩৩,৩৩৯.২১	২৫,৫৮৬.৮১	২৪,০১৩.৫৩	১৫,২৩৭.৪২	৩৯,৫৭১.১২

৩ । বৈদেশিক ঋণ ব্যবস্থাপনাঃ

ক) ঋণ পরিশোধ ও ঋণের স্থিতিঃ নিম্নের সারণিতে ২০১০-১১ হতে ২০১৯-২০ অর্থ-বছর পর্যন্ত বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের তথ্য উপস্থাপন করা হলোঃ

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

অর্থ-বছর	আসল	সুদ	মোট	ঋণের স্থিতি
২০১০-১১	৭২৯.২২	২০০.১৫	৯২৯.৩৭	২২০৮৫.৫২
২০১১-১২	৭৬৯.৯০	১৯৬.৫৬	৯৬৬.৪৬	২২০৯৫.১৭
২০১২-১৩	৯০৮.১৬	১৯৭.৫৪	১১০৫.৭০	২২৩৮১.৩৭
২০১৩-১৪	১০৮৮.৪৯	২০৫.৯৪	১২৯৪.৪৩	২৪৩৮৭.৯০
২০১৪-১৫	৯০৯.৪৫	১৮৭.৭৩	১০৯৭.১৮	২৩৯০১.০৩
২০১৫-১৬	৮৪৮.৪৭	২০২.০৯	১০৫০.৫৭	২৬৩০৫.৭০
২০১৬-১৭	৮৯৪.০৯	২২৯.১৭	১১২৩.২৭	২৮৩৩৭.৩৬
২০১৭-১৮	১১১০.৪২	২৯৮.৭৬	১৪০৯.১৮	৩৩৫১১.৮৩
২০১৮-১৯	১২০২.৩১	৩৯১.৪৬	১৫৯৩.৭৭	৩৮৪৭৫.৪৯
২০১৯-২০	১২৫৩.৫৫	৪৭৭.৪৪	১৭৩০.৯৯	৪৪০৬৭.৫৫

খ) পাবলিক সেক্টর বৈদেশিক ঋণের স্থিতিবস্থা (Debt sustainability)

সূচক / অর্থ-বছর	বৈদেশিক ঋণের স্থিতি		বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ	
	জিডিপি'র তুলনায়	রপ্তানী আয়ের তুলনায়	রাজস্ব আয়ের তুলনায়	রপ্তানী আয়ের তুলনায়
২০১০-১১	২১.১%	৬৩.৮%	১৫.০%	৫.০%
২০১১-১২	১৭.৬%	৫৯.২%	১৯.৪%	৭.০%
২০১২-১৩	১৬.৬%	৫৬.৪%	২৩.৭%	৮.৬%
২০১৩-১৪	১৫.৬%	৫৭.৬%	১৬.৫%	৬.৪%
২০১৪-১৫	১৩.৬%	৫৪.১%	১৩.৪%	৫.১%
২০১৫-১৬	১৩.২%	৫৫.২%	১০.৮%	৪.৫%
২০১৬-১৭	১২.৮%	৬৩.৬%	৭.৯%	৩.৯%
২০১৭-১৮	১৩.৯%	৬৮.৬%	৮.৩%	৩.৯%
২০১৮-১৯	১৪.৭%	৭০.৪%	৯.৪%	৪.৪%
২০১৯-২০	-	-	-	-
আন্তর্জাতিকভাবে নির্ধারিত ঋণের ধারনক্ষমতার ঝুঁকি সীমা				
	৪০%	১৫০%	৩০%	২০%

৪। বড় ও গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প পরিবীক্ষণঃ

জাতীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ ও বড় প্রকল্পের বাস্তবায়ন গতিশীল করার লক্ষ্যে ১৫ মে ২০১৩ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী র সভাপতিত্বে ফাস্ট ট্র্যাক প্রজেক্ট মনিটরিং কমিটি গঠন করা হয়েছে। গঠনের পর হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত এই কমিটির মোট ০৫ টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প, ২ ×৬৬০ মেগাওয়াট মৈত্রী সুপার থার্মাল পাওয়ার (রামপাল) প্রকল্প, রুপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প, ঢাকা মাস র্যায়পীড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট (মেট্রোরেল) প্রকল্প, এলএনজি ফ্লোটিং, স্টোরেজ এ্যান্ড রিগ্যাসিফিকেশন ইউনিট নির্মান প্রকল্প, পায়রা গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মান প্রকল্প, মাতারবাড়ি ২ ×৬০০ মেগাওয়াট আল্ট্রা সুপার ক্রিটিকাল কোল্ড ফায়ার্ড পাওয়ার প্রকল্প, সোনাদিয়া গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মান প্রকল্প, পদ্মা বহুমুখী সেতু রেল সংযোগ প্রকল্প ও দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু-মায়ানমারের নিকট ঘুমধুম পর্যন্ত সিঙ্গেল লাইন ডুয়েলগেজ ট্র্যাক নির্মান-এই ১০ টি প্রকল্পকে ফার্ট ট্র্যাক প্রকল্প হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ফাস্ট ট্র্যাকভুক্ত প্রকল্প গুলোর কার্যক্রম নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণ করার জন্য ফাস্ট ট্র্যাক প্রজেক্ট মনিটারিং টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে।

৫। বৈদেশিক সহায়তার ব্যবস্থাপনা ডিজিটালাইজেশনঃ

বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট পাইপলাইন ও চলমান প্রকল্পসমুহ নিবিড় পরিবীক্ষণ এবং বৈদেশিক সহায়তার ব্যবস্থাপনা গতিশীল করার জন্য ফরেন এইড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (FAMS) নামক তৈরিকৃত ওয়েব বেইজড এপ্লিকেশন সফ্টওয়ারটি ইতোমধ্যে উদ্বোধন করা হয়েছে। আশা করা হচ্ছে এ সিস্টেমের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/এজেন্সিসমূহ অনলাইনে সংযুক্ত হবে এবং এর মাধ্যমে বৈদেশিক সহায়তার আহরন, ছাড় ও ব্যবহার পর্যবেক্ষন এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়নসহ বৈদেশিক সহায়তার সার্বিক ব্যবস্থাপনা সহজতর হবে।

৬। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম:

ক) মাননীয় অর্থমন্ত্রীর সভাপতিত্বে গঠিত স্ট্যান্ডিং কমিটি অন নন্-কনসেশনাল লোন অনমননীয় বৈদেশিক ঋণ গ্রহণের প্রস্তাবসমূহ যাচাই-বাছাই করে অনুমোদন করে থাকে। ২০১৯-২০ অর্থ-বছরে এ কমিটি মোট ০৩ টি অনমনীয় ঋণ প্রস্তাব অনুমোদন করেছেন। উল্লেখ্য যে, এ কমিটি এ পর্যন্ত অর্থাৎ ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত মোট ৫৮ টি অনমননীয় ঋণ প্রস্তাব অনুমোদন করেছে।

খ) ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন পূরণে বৈদেশিক সহায়তার ব্যবস্থাপনার জন্য নামক একটি ওয়েব বেইজড সফট্ওয়্যার চালু করা হয়েছে।

গ) প্রকল্প বাস্তবায়ন দ্রুততর করার লক্ষ্যে প্রকল্পের যথাযথ প্রস্তুতি নিশ্চিতকরণ এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের প্রস্তুতিমূলক কাজ সম্পাদনের নিমিত্ত ‘ প্রকল্পের প্রস্তুতিমূলক কাজের অর্থ বরাদ্দ ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ’ এবং ‘প্রকল্পের প্রস্তুতিমূলক কাজের চেকলিষ্ট’ প্রণয়ন ও সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগে বিতরণ করা হয়েছে।